দৈনিক সংবাদ

43

তারিখ 15 JAN 1997
পৃঃ ৪ কলাম ১

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি নজর দিন

শিক্ষাখাতে সরকারের প্রধান দায়িত্ব যে প্রাথমিক শিক্ষায়, একথাটা বহুবার বলা হয়েছে। প্রতিটি সরকারই তা স্বীকারও করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গেল সেপ্টেম্বরে সাক্ষরতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, সারাদেশের প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় চাই। তিনি বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়েছিলেন।

দেশে তিন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে – সরকারি, তালিকাভুক্ত বেসরকারি এবং বেসরকারি। মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশই সরকারি। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারি কর্মচারি, তারা পুরো বেতন সরকারের কাছ থেকে পান। অন্যদিকে তালিকাভুক্ত বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা মাসে পাঁচশ' টাকা করে ভাতা পান। অনিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কিছুই পান না।

প্রতিটি সরকারই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দেন এবং এ খাতে সরকারের অংশগ্রহণ ও অবদান বৃদ্ধির কথা বলেন। গত ক'বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে প্রতিবছরই বরাদ্দও বাড়ানো হয়েছে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে। কিন্তু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপযুক্ত সহায়তাদানের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। পাঁচশ' টাকা বেতন-ভাতা দিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে কতটা শ্রম ও তৎপরতা সরকার আশা করেন? আর যেসব বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক কোন ভাতাই পান না, তাদেরকে দ্রুত তালিকাভুক্ত করে নেয়ার তৎপরতারই বা অভাব কেন? এক হিসেবে দেখা যায় দেশের ৬০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৮ হাজারই সরকারি। বাকি ২২ হাজার বিদ্যালয়ের যেগুলো এখনও তালিকাভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে অন্তত তালিকাভুক্ত করে নেয়ার কাজ শুরু করা উচিত বলে আমরা মনে করি। তালিকাভুক্ত না হওয়া বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিদেশী সাহায্যে মুদ্রিত বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পাওয়া থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের যে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন, তাতে বাকি বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোকে তালিকাভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি নিহিত আছে বলে আমরা ধরে নিচ্ছি। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতার অংক নিয়েও প্রশ্ন আছে। তাদের ভাতাকে পাঁচশ' থেকে পনেরশ' করার দাবি বহু আগেই উঠেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলের নেত্রী থাকার সময় এই অংক এক হাজার টাকায় উন্নীত করার কথা বলেছিলেন। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের ৮০ ভাগ সরকারি খাত থেকে আসার দাবি তারা আদায় করে নিয়েছেন। এ অবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত প্রাথমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষকরা আর অবহেলিত থাকতে পারেন কি?

শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশকে কোন্ পর্যায়ে নিয়ে গেছে, তা আমাদের সবারই জানা। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে হাতের কাছেই রয়েছে শ্রীলংকার দৃষ্টান্ত। আমরা তাদের অনুসরণ করতে চাই। দু' হাজার পাঁচ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি কতটা রয়েছে, সে খোঁজ নেয়া দরকার। দেশী-বিদেশী যারাই প্রাথমিক শিক্ষার খোঁজ নিতে যান, হতাশাব্যঞ্জক চিত্র দেখতে পান। তার জন্য যে শুধু বেতন-ভাতা এবং অনুদানের স্বল্পতাই দায়ী তা নয়। সকল ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়েই দুর্নীতি, অব্যবস্থা ইত্যাদি রয়েছে প্রচুর। ভুয়া বিদ্যালয়, ভুয়া ছাত্র-শিক্ষকের ঘটনাও কম নয়। শিক্ষকের সংখ্যা, তাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদিরও বিরাট ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু এসব কিছু দেখার দায়িত্বও সরকারকেই নিতে হবে। পাশাপাশি সরকার যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন, তাই বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যেকার বৈষম্যও যথাসম্ভব দূর করতে হবে। অন্ততঃপক্ষে বিদ্যমান সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে তালিকাভুক্ত করে এর শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন-ভাতা এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।